তেহাত্তরের নির্বাচন

মহিউদ্দিন আহমদ

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

জাফরুল্লাহ চৌধুরী

ভূমিকা

এদেশে নির্বাচনের ইতিহাস শত বছরেরও বেশি পুরনো। ব্রিটিশ ভারতে ১৮৯২ ও ১৯০৯ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্টের অধীনে ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এবং প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল। ১৯০৯ সালের আইনে সমাজের নানা অংশের মানুষের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা ছিল। এই আইনে মুসলমান কিংবা ভূস্বামীরা তাদের গোষ্ঠীর প্রতিনিধি নির্বাচন করত। তারা কেন্দ্রে গভর্নর জেনারেল ও প্রদেশে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পরামর্শকের ভূমিকায় থাকতেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর ব্রিটিশদের ভারত শাসন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। ততদিনে দেশে একাধিক রাজনৈতিক দল বেশ সরব। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৯৩৫ সালে যে ভারত শাসন আইন তৈরি করে, তা ছিল ওই সময়ের মধ্যে তৈরি হওয়া দীর্ঘতম আইন। এই আইনে কেন্দ্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা এবং প্রত্যেক প্রদেশে আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল থাকে। এর অর্থ হলো, মুসলমানরা মুসলমান প্রার্থীদের নির্বাচন করবে। আর অমুসলমানরা নির্বাচন করবে তাদের প্রার্থী। আরো কয়েকটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ করা ছিল। তবে অমুসলমানরাও ইচ্ছা করলে তাদের দলের মুসলমান প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচন করতে পারতেন।

১৯৩৫ সালের আইনের অধীনে ১৯৩৭ এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে দুটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দুটি নির্বাচনেই বাংলায় কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ একচেটিয়া জয় পায়।

১৯৪৭ সালে ধর্মীয় ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত দুভাগ হয়ে দুটি রাষ্ট্র তৈরি হয়। মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলো নিয়ে তৈরি হয় পাকিস্তান। বাকি অংশটুকু হিন্দুস্তান বা ইন্ডিয়া নামে থেকে যায়। ইন্ডিয়া ভারত নামেই বেশি পরিচিত।

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলো থেকে যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, নবগঠিত পূর্ববঙ্গ আইনসভায় তারা যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গ আইনসভার নতুন নির্বাচন হয়। তখনো পৃথক নির্বাচনি ব্যবস্থা চালু

ছিল। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে হেরে যায়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও সরকার গঠন করার মতো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। অবশ্য নির্বাচনের আগেই কয়েকটি দল মিলে একটি নির্বাচনি জোট গঠন করেছিল। জোটে ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, তপশিলি ফেডারেশন, পূর্ববঙ্গ কংগ্রেস ও গণতন্ত্রী দল। জোটের নাম ছিল যুক্তফ্রন্ট।*

যুক্তফ্রন্টের সরকারে টানাপোড়েন ছিল। কখনো কৃষক-প্রজা পার্টি, কখনো আওয়ামী লীগ সরকারে নেতৃত্ব দিত। ততদিনে আওয়ামী লীগ তার নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটা বাদ দিয়েছে। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা দেশে সামরিক শাসন জারি করলে আইনসভা বিলুপ্ত হয়। সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর এক সামরিক অভ্যুত্থানে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে হটিয়ে ক্ষমতা নিয়ে নেন। পরে তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন।

১৯৫৯ সালে দেশে ইউনিয়ন কাউন্সিলের (পরে নাম হয় ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন হয়। আইয়ুব খান একটি গণভোটের আয়োজন করেন। ভোটার ছিলেন ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাদের 'আস্থাভোট' পান। তিনি নতুন এক ধরনের 'গণতন্ত্র' চালু করেন এবং এর নাম দেন 'মৌলিক গণতন্ত্র' বা বেসিক ডেমোক্রেসি। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের বলা হতো মৌলিক গণতন্ত্রী। তবে মানুষের কাছে তারা পরিচিত ছিলেন বিডি মেম্বার হিসেবে।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হওয়ার সময় ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। আইয়ুব খান নতুন সংবিধান জারি করেন। এটি চালু হয় ১৯৬২ সালের ২৩ মার্চ। ওই দিন দেশ থেকে সামরিক আইন উঠে যায়। এ সময় জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল শুধু বিডি মেম্বারদের। সারা পাকিস্তানে তাদের সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সংখ্যা ৪০ হাজার। এই নির্বাচনটি হয়েছিল নির্দলীয় ভিত্তিতে।

সামরিক শাসন উঠে গেলে দলীয় রাজনীতি আবার শুরু হয়। ১৯৬৪ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর একে একে অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। আইয়ুব খান মুসলিম লীগের একটি অংশকে নিয়ে কনভেনশন করে তার সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর দলের নাম হয়ে গেল কনভেনশন মুসলিম লীগ।

---

* ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানে চালু হয় প্রথম সংবিধান। সংবিধানে 'পূর্ববঙ্গ' প্রদেশের নাম হয় 'পূর্ব পাকিস্তান'।

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খান বিডি মেম্বারদের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে তাঁর দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।

আইয়ুব খানের চালু করা মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হচ্ছিল। এর বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে। শুরু হয় গণআন্দোলন। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় চারটি ছাত্রসংগঠন মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদকে (ডাকসু) নিয়ে তৈরি করে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। পরিষদে ছিল ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মস্কোপন্থি), ছাত্র ইউনিয়ন (চীনপন্থি) এবং মুসলিম লীগের সহযোগী ন্যাশনাল স্টুডেন্স ফেডারেশনের (এনএসএফ) একাংশ। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি জুড়ে সারাদেশে তীব্র গণআন্দোলন হয়। এ আন্দোলনের তীব্রতায় আইয়ুব খান শেষমেশ বলতে বাধ্য হন যে, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি আর প্রার্থী হবেন না। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ এক সামরিক অভ্যুত্থানে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আইয়ুব খানকে সরিয়ে ক্ষমতা নিয়ে নেন। কয়েকদিন পর তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন।

দায়িত্ব নিয়ে ইয়াহিয়া খান জানিয়ে দেন, তিনি কেবল অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব পালন করছেন। শিগগিরই নির্বাচন দিয়ে তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন। তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনা শুরু করেন। বার দুয়েক তারিখ বদলের পর ঠিক হয় জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হবে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। তার দশদিন পরে হবে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হয়। জাতীয় পরিষদের নারীদের সংরক্ষিত আসনসহ মোট ৩১৫টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৯টি আসন। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসনে জয় পায়। এই নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর সবাই ধরে নিয়েছিলেন, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে সরকার গঠন করবে। আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান হবেন সরাসরি ভোটে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী।

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ একই সঙ্গে ছিল গণপরিষদ। অর্থাৎ এর প্রাথমিক কাজ ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান তৈরি করা। সাংবিধানিক নানান ইস্যুতে পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের মধ্যে মতৈক্য হয়নি। সামরিক বাহিনী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করে। পয়লা মার্চ এক ঘোষণায় ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হলে বাংলার মানুষ ফুঁসে ওঠে। শেখ মুজিবুর রহমান অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। জনতা রাস্তাঘাটে পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

অসহযোগ আন্দোলন ক্রমে তীব্রতর হয়ে ওঠে। ২৫ মার্চ রাতে সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র মানুষের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে অনেক মানুষ নিহত হয়।

এদিকে অসহযোগ আন্দোলন সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধে রূপ নেয়। একদিকে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা, অন্যদিকে জনতার আত্মরক্ষার চেষ্টা। প্রায় এক কোটি লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নেয়। এদিকে প্রতিরোধ যুদ্ধও চলতে থাকে। কোলকাতায় আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত হয় প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিপরিষদ।

একাত্তরের নভেম্বরে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সামরিক বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথবাহিনী। এই বাহিনীর কাছে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ মুক্ত হয়। ২২ এপ্রিল প্রবাসী সরকার কোলকাতা থেকে ঢাকায় আসে।

শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ রাতেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (পশ্চিম) পাকিস্তানে। সেখানে তিনি বন্দি ছিলেন। ডিসেম্বরে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের কয়েকদিন পর তিনি মুক্তি পান। তিনি লন্ডন ও দিল্লি হয়ে বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি ঢাকায় ফিরে আসেন।

১২ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হয়। নতুন সরকারের প্রথম কাজ ছিল দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও একটি সংবিধান তৈরি করা। পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ গণপরিষদ। এই গণপরিষদ অক্টোবরে খসড়া সংবিধান তৈরি করে। তারপর এটি গণপরিষদে গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয় নতুন সংবিধান। ঠিক হয়, নতুন সংবিধানের অধীনে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পাকিস্তান আমলের 'জাতীয় পরিষদ' নাম বদলে রাখা হয় 'জাতীয় সংসদ'।

যথারীতি ৭ মার্চ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী এবং নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাস দিলেও বাস্তবে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। বিরোধী দলের কয়েকজনকে নির্বাচনের আগে মনোনয়নপত্রই জমা দিতে দেওয়া হয়নি। এভাবে কয়েকজন আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়।

নির্বাচনের দিন অনেক জায়গায় সহিংসতা ঘটে। এছাড়া জালভোট দেওয়া, বিরোধী প্রার্থীর এজেন্টকে নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া ইত্যাদির অভিযোগও পাওয়া যায়। অনেকেই ভোট দিতে গিয়ে দেখেন যে, তাদের ভোট আগেই কেউ দিয়ে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে লেখক বদরুদ্দীন উমরের কথাটি চাউর হয়। তিনি তাঁর ভোটটি দিতে পারেননি। চট্টগ্রামের একটি কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান দেখেন, তাঁর ভোটটি ইতোমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে। বিষয়টি তিনি তাঁর বই 'বিপুলা পৃথিবী'তে উল্লেখ করেছেন।

নির্বাচনি ফল ঘোষণায়ও ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠে। চট্টগ্রামের একটি কেন্দ্রে ন্যাপের (মোজাফফর) প্রার্থী মোস্তাক আহমেদ চৌধুরীকে বেসরকারিভাবে জয়ী ঘোষণা করা হলেও পরে ফলাফল পাল্টে দেওয়া হয়েছিল। ন্যাপের (ভাসানী)

প্রার্থী ড. আলীম আল-রাজী এবং রাশেদ খান মেনন সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে বলেন, তাঁদের জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনে ১৪টি রাজনৈতিক দলের ১ হাজার ৮৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণায় দেখা গেছে, ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয় পেয়েছে (ইতিপূর্বে কয়েকজনের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়াসহ)। অন্যান্য দলের মধ্যে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের একজন এবং বাংলাদেশ জাতীয় লীগের একজন প্রার্থী জয় পান। এছাড়া পাঁচজন স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন। দেশের পুরনো বড় দলগুলো কোনো আসন পায়নি। ন্যাপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর আহমদ ও পঙ্কজ ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেন, নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, দেশে কোনো বিরোধী দল নেই। নির্বাচন কমিশনারের দেওয়া তথ্যে জানা যায়, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৭৩.৬৬ শতাংশ ভোট পায়। ৮.৩৯ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল ন্যাপ (মোজাফফর)। অন্যদের মধ্যে জাসদ পেয়েছিল ৬.৪৪ শতাংশ, ন্যাপ (ভাসানী) পেয়েছিল ৫.২০ শতাংশ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছিল ৫.০০ শতাংশ ভোট।

নির্বাচনটি কেমন হয়েছিল, তা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে। আওয়ামী লীগ মনে করে, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছিল। বিরোধী দলগুলোর অধিকাংশই এ নির্বাচনে সন্ত্রাস ও কারচুপির অভিযোগ তোলে। এ বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যায় ওই সময়ের পত্রপত্রিকায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৩ সালে দেশে মূলধারার কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা ছিল। তবে সেগুলোর বেশির ভাগই ছিল সরকারি অথবা সরকার সমর্থকদের মালিকানায়। দৈনিক বাংলা, পূর্বদেশ, মর্নিং নিউজ, বাংলাদেশ অবজারভার ছিল সরকারি মালিকানাধীন দৈনিক। ব্যক্তিমালিকানাধীন দৈনিকের মধ্যে বাংলার বাণী ও সংবাদ ছিল সরকার সমর্থক। এছাড়া ইত্তেফাক ছিল অনেকটাই নিরপেক্ষ। অন্যদিকে গণকণ্ঠ ছিল প্রধান বিরোধী দলীয় পত্রিকা। এটি ছিল জাসদের মুখপত্র।

এ বইয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত সব তথ্য নেওয়া হয়েছে *গণকণ্ঠ* থেকে। এটাকে বিরোধী চোখে নির্বাচনের একটি সুরতহাল রিপোর্ট বলা চলে। একটি বিশেষ দলের পত্রিকা হওয়ায় তাতে নিজ দলের প্রতি পক্ষপাত ও অতিরঞ্জন থাকা স্বাভাবিক। গণকণ্ঠে প্রকাশিত তথ্যের সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্য সরকারি পত্রিকার ভাষ্য বা সরকারের প্রেসনোট খুব নির্ভরযোগ্য নয়। সরকারি ও সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলোও নির্বাচন সংক্রান্ত অনিয়ত ও কারচুপির অনেক তথ্যই চেপে গেছে। তবে নির্বাচনটি দেখেছেন এমন অনেক লোক এখনো সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। তাঁদের

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের সংগতি বা অসংগতি মিলিয়ে দেখা যায়। এ কাজটি যেকোনো গবেষক করে দেখতে পারেন।

পাঁচ দশক আগের সাংবাদিকতার সঙ্গে নতুন প্রজন্মের অনেকেরই পরিচয় নেই। সেই সময়ের ভাষা ও বানানরীতি অনেকটাই বদলে গেছে। তাছাড়া দেখা গেছে, একই পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে বা একই দিনে ছাপা হওয়া বিভিন্ন সংবাদ বা সম্পাদকীয়তে ভাষা ও বানানের ভিন্নতা। কারণ এগুলো একাধিক হাতের লেখা এবং অনেক ক্ষেত্রেই সম্পাদনার দুর্বলতা বা ত্রুটি রয়েছে। এ বইয়ে হাল আমলের প্রমিত ভাষা/বানান ব্যবহারের চেষ্টা হয়েছে।

শুধু একটি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয়ের ওপর নির্ভর করে কোনো নির্বাচন নিয়ে নির্মোহ একটি প্রতিবেদন বা ন্যারেটিভ তৈরি করা কতটুকু যৌক্তিক, এ প্রশ্ন উঠতে পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না, অন্যান্য পত্রিকার ভাষ্য পেলে লেখাটি আরো সমৃদ্ধ হতো। শুধু গণকণ্ঠ পত্রিকাকে বেছে নেওয়ার পক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল এর প্রাপ্যতা। অন্যান্য পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো অনেক খুঁজেছি– কিছু পেয়েছি, কিছু পাইনি। তাছাড়া সবকিছু ঘেঁটে তথ্য চয়ন করে কিছু লিখতে যাওয়া অনেক সময়সাপেক্ষ। আমার হাতে অত সময় ছিল না। তারপরও মনে করি, এ বইটি পড়ে পাঠক নিজের মনে নিজেই একটা ধারণা তৈরি করে নিতে পারবেন। যদি তাঁর মধ্যে কিছু জিজ্ঞাসা তৈরি হয়, এর মূল্যও কম নয়।

গণকণ্ঠের পুরনো সংখ্যাগুলো পেয়েছি লেখক-গবেষক নিঝুম মজুমদারের সৌজন্যে। এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন পুলিন বকসী ও রাজ্জাক রুবেল। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন ঐতিহ্য-এর প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান নাইম। আমি তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ।

মহিউদ্দিন আহমদ
mohi2005@gmail.com

সূচি

বঙ্গবন্ধুর অসুখের জন্যে শাসনতন্ত্র রচনায় বিলম্ব হচ্ছে ১৭
দালালরা ভোটার হতে পারবে না ১৮
নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে কি? ১৯
৩শ' নির্বাচনি কেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ ২৩
নির্বাচন কর্মসূচি ঘোষণা ২৪
নির্বাচন অবশ্যই নিরপেক্ষ ও অবাধ হবে ২৭
ক্ষমতাসীন দলের ফ্যাসিবাদী হামলার ফলে নির্বাচন প্রহসন হয়ে দাঁড়াবে ২৯
জাসদ-এর পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠিত ৩৩
নির্বাচনে প্রতীক চিহ্ন বরাদ্দের জন্য দরখাস্ত আহ্বান ৩৫
দেশে নির্বাচনি পরিবেশ সৃষ্টি করুন ৩৬
বিরোধী দলের প্রতি নির্বাচনি পরিবেশ তৈরির আহ্বান ৩৮
আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠিত ৪৪
নির্বাচনি প্রতীক হিসাবে জাসদ 'নৌকা' প্রার্থী ৪৬
নির্বাচনি ওয়াদার হিসাব চাই ৪৭
শোষিতদের সঙ্গে নিয়ে শোষকের বিরুদ্ধে লড়বো : মেজর জলিল ৪৮
সুষ্ঠু নির্বাচন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে উচ্চশক্তির কমিটি গঠন ৪৯
নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে : প্রধানমন্ত্রী ৫০
প্রতীক চিহ্ন নিয়ে যা ঘটেছে ৫১
নির্বাচনি প্রস্তুতির আজ দ্বিতীয় পর্যায় ৫৪
৭৭ জন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ ৫৬
এ পর্যন্ত জাসদ-এর ৭০১টি মনোনয়নপত্র গৃহীত ৫৭
আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের বিরুদ্ধে জাসদ-এর রিট আবেদন : আজ শুনানি ৫৮
নির্বাচনের প্রয়োজনীয় দিন-তারিখ ৫৯
ভোটার সংখ্যার অনুপাতে ঢাকায় নির্বাচনি এলাকা কম কেন? ৬০
সরকার পক্ষের সময় প্রার্থনা ৬১
তিনটি দলের মনোনয়ন ঘোষণা ৬৫
মোজাফফর ন্যাপের ২ শত আসনে মনোনয়ন চূড়ান্ত ৬৮
জাসদ-এর মনোনয়ন ঘোষণা ৬৯

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী ৭৬
৬ দলীয় সংগ্রাম পরিষদের ৩২টি মনোনয়ন ঘোষণা ৭৯
৬টি আসনে মনোনয়ন ৮০
নির্বাচন কমিশন বিশেষ ক্ষমতাবলে আওয়ামী লীগকে নৌকা বরাদ্দ করে
বেআইনি কিছু করেননি ৮১
মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জাসদ প্রার্থী ৮৪
ভাসানী ন্যাপের আরো তিনটি আসনে মনোনয়ন ঘোষণা ৮৫
বৃহত্তর সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি ৮৬
জাসদ-এর একমাত্র মহিলা নির্বাচন প্রার্থী ৮৯
নিশ্চিত ভরাডুবি জেনে ক্ষমতাসীন দল নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে ৯১
জাসদের মনোনীত প্রার্থীদের নামের পূর্ণ তালিকা ও নির্বাচনি এলাকার বিবরণ ৯২
৬-দলীয় সংগ্রাম পরিষদের মনোনীত প্রার্থীদের নামের তালিকা ১১০
মোজাফফর ন্যাপের মনোনীত প্রার্থীদের নামের তালিকা ১১৮
৫টি এলাকায় সন্ত্রাস মনোনয়নপত্রই দাখিল করতে দেওয়া হয়নি ১২৩
১৬ জনের মনোনয়নপত্র দাখিল ১২৫
নির্বাচন কমিশনের কাছে রবের আবেদন ১২৬
হুমকি সন্ত্রাস অপহরণ ১২৭
ক্ষমতাসীনরা গণতন্ত্রের মুখোশ পরে নির্বাচনের নামে ফ্যাসিবাদী কায়দায়
ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছে ১২৯
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৮জন প্রার্থী নির্বাচিত ১৩০
সরকারি দল সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে : গাড়ি ও কপ্টার নির্বাচনে ব্যবহার ১৩১
আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবের প্রতি আ.স.ম. রবের চ্যালেঞ্জ ১৩২
ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসের মুখে নির্বাচন আদৌ হবে কিনা সন্দেহ ১৩৪
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী প্রার্থী নির্বাচনের অন্তরালে ১৩৫
ফ্যাসিবাদী হামলা বন্ধ না হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্ভব নয় ১৩৬
আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ নেতাদের নির্দেশেই মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা দেওয়া হয়েছে ১৩৭
জিল্লুর-সৈয়দ নজরুল-ধরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঘোষণার অন্তরালে ১৩৯
সন্ত্রাস ও দুর্নীতির প্রতিভূ এই সরকারকে প্রতিহত করুন ১৪১
সরকার নির্বাচনে শান্তি বজায় রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে ১৪৩
রক্ত দিয়ে মশাল জ্বালবো ১৪৪
দমননীতির মুখে নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে না ১৪৮
বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকায় জাসদ মনোনীত প্রার্থীদের নামের তালিকা ১৫০
জনতার রক্তস্রোতে আওয়ামী লীগ নৌকা ভাসাতে চায় : রব ১৬১
সন্ত্রাস গুন্ডামির মাধ্যমে ক্ষমতাসীনরা নির্বাচনি বৈতরণী পার হতে চায় ১৬৪
আওয়ামী লীগ নেতাদের নির্দেশে আমাকে গ্রেফতার করা হয় ১৬৬
৬জন জাসদ প্রার্থীসহ ৮ হাজার বন্দি কর্মীর আশু মুক্তি চাই ১৬৮

নির্বাচন আন্দোলনের একটি পর্যায় ১৭০
৭৩-এর নির্বাচন ১৭২
শাসকদল সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিপন্থি কাজ করছে ১৭৫
৭৩-এর নির্বাচন ১৭৭
নির্বাচনে গোলযোগ সৃষ্টির অপচেষ্টা সহ্য করা হবে না ১৮০
সরকারি যানবাহন প্রচার-মাধ্যম একচেটিয়া ব্যবহার বন্ধ কর ১৮৩
ক্ষমতাসীন শোষক দলকে বাংলার মাটি থেকে বিদায় নিতে হবেই ১৮৫
প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন দলে কি কোনো ব্যবধান নেই? ৭৩-এর নির্বাচন ১৮৬
নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হচ্ছে ১৮৭
এ নির্বাচন ধনীদের বিরুদ্ধে গরিবদের লড়াই ১৮৯
রেডিও-টিভি সরকারি সংবাদপত্রের এ ভূমিকা কেন? ৭৩-এর নির্বাচন ১৯২
'অবাধ ও নিরপেক্ষতার প্রহসন' ৭৩-এর নির্বাচন ১৯৪
মুজিববাদী হামলায় 'ভাসানী ন্যাপ' প্রার্থী আহত ১৯৬
গদি ছেড়ে সাধারণ প্রার্থী হয়ে জনপ্রিয়তা যাচাই করুন ১৯৭
মুখে নিরপেক্ষ নির্বাচনের বুলি অথচ বিরোধী দলের ওপর ফ্যাসিবাদী হামলা চলছে ২০২
সরকারি দলের নির্বাচনি প্রচারে রাষ্ট্রায়ত্ত মিলের অর্থ ব্যয় ২০৪
বেতার টিভি সরকারি সংবাদপত্রের বধিরতা ঘুচলো কই? ৭৩-এর নির্বাচন ২০৫
শোষকগোষ্ঠী উৎখাত ও সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্র সৃষ্টিকল্পে জাসদ নির্বাচনে নেমেছে ২০৭
নির্বাচনি প্রচারে সব দলেরই স্বাধীনতা আছে ২০৮
মেজর জলিল গুরুতর আহত ২১০
ওয়াদার ভাঁওতাবাজি নয়– আন্দোলনের ডাক ২১৩
ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করছে ২১৮
এ শহরে আদৌ নির্বাচন হচ্ছে নাকি? ৭৩-এর নির্বাচন ২২১
মানুষের মনে নির্বাচনি উত্তাপ নেই : ফলাফল কী হবে তা কেউ হলফ করে বলতে পারে না ২২৪
'৭১ সালে স্বাধীনতাকামী জনগণের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল ২২৫
যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবিলায় আমরা প্রস্তুত ২২৭
চরম সন্ত্রাসের মুখেও জাসদ এগিয়ে চলেছে ৭৩-এর নির্বাচন ২৩০
নির্বাচনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিচারপতি ইদ্রিস ২৩৩
আজ বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন ২৩৫
সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান ২৪০
অপহরণ : গুলি : হত্যা ২৪২
নির্বাচন প্রহসনে পরিণত ২৪৩
ড. আলীম আল-রাজীর বাড়ি আক্রমণ ২৪৭
আতাউর রহমান খান অপহৃত ২৪৮
ধানমণ্ডি কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী ভোট দিয়েছেন ২৪৯
মওলানা ভাসানী ভোট দেননি ২৫০

রাষ্ট্রপতি ভোট দেননি ২৫১
ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ২৫২
শত প্রতিরোধের মুখেও বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের সাফল্য ২৫৩
তিনজন মন্ত্রীর ভাগ্য বিপর্যয়! ২৫৯
বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে গণকণ্ঠের কার্যনির্বাহক সম্পাদক ও ছাত্রলীগ সম্পাদক অপহৃত ২৬০
মেনন সন্ত্রাস ও কারচুপির অভিযোগ করেছেন ২৬১
বিভিন্ন স্থানে গুলি-হামলা ২৬২
নির্বাচন : কয়েকটি ভোট কেন্দ্রে সংঘর্ষ ২৬৩
বাংলাদেশে কোনো বিরোধী দল নেই ২৬৫
আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয় ২৬৮
বিরোধী দলীয় ৭ জন নির্বাচিত : লার্মা এগিয়ে আছেন ২৭০
নির্বাচন সম্পর্কে মাত্র কয়েকটি অভিযোগ পেয়েছি ২৭২
আতাউর রহমান ছাড়া পেয়েছেন ২৭৩
শ্রীমতী গান্ধীর অভিনন্দন ২৭৪
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন ২৭৫
অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন : কিছু তথ্য: কয়েকটি জিজ্ঞাসা ২৭৬
একটি অ-সাধারণ নির্বাচন ২৭৯
নির্বাচনি প্রতারণায় জনতার বিপ্লব ঠেকানো যাবে না ২৮৩
নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি ২৮৭
সন্ত্রাসের মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে ২৮৯
নির্বাচনি ভাঁওতার মাধ্যমে একনায়কত্ব কায়েম হয়েছে ২৯১
সাংবাদিক সম্মেলনে অলি আহাদ ২৯৪
শোষণমুক্ত সমাজ কায়েমের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যান ২৯৬
বিরোধী দলের অস্তিত্ব ২৯৭
শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক ৩০০
মোজাফফর ন্যাপের বিবৃতি : আওয়ামী লীগারদের গুন্ডামি হত্যা সন্ত্রাসের পরিণতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে ৩০২
একজনকে হত্যা, বহু আহত, নারী নির্যাতন, ব্যাপক তল্লাশি ৩০৩
কোথাও ভোটাধিক্য কোথাও বা ভোট গায়েব ৩০৫
জনতার রায়ে আমি জিতেছি 'সরকারি ভোটে' তা নস্যাৎ করা হয়েছে ৩০৭
সংসদে মেহনতি মানুষের কথা বলব ৩১০
প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ২১ সদস্যের নয়া মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ ৩১৪
মন্ত্রীরা কে কোন দপ্তর পেলেন ৩১৬
৮০৩ দিনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে কি? ৩১৭
প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৩ ফলাফল ৩১৯

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করুন : রাষ্ট্রপ্রধান

বঙ্গবন্ধুর অসুখের জন্যে শাসনতন্ত্র রচনায় বিলম্ব হচ্ছে

রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী আজ দেশের বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী ও সাংবাদিকসহ সব শ্রেণির সচেতন নাগরিকের প্রতি আইন শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব এলাকায় সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের আহ্বান জানান।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করুন : রাষ্ট্রপ্রধান

বঙ্গবন্ধুর অসুখের জন্যে শাসনতন্ত্র রচনায় বিলম্ব হচ্ছে

রাষ্ট্রপ্রধান স্থানীয় আইনজীবী সমিতির সদস্যদের এক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর ভাষণে বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে সত্য ও আইনের শাসনের নিশ্চয়তা থাকবে এবং এতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। তিনি বলেন, শাসনতন্ত্র রচনার কাজ চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করা হতো কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অসুস্থতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে তা করা সম্ভব হবে না।

১০ আগস্ট ১৯৭২

নির্বাচন কমিশনের প্রেসনোট

দালালরা ভোটার হতে পারবে না

গতকাল (শনিবার) নির্বাচন কমিশনের এক প্রেসনোটে বাংলাদেশ নির্বাচকমণ্ডলী আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ বি (১) (সি) এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের আওতাধীন অপরাধের জন্য দণ্ডিত কোনো ব্যক্তিকে ভোটার করা যাবে না।

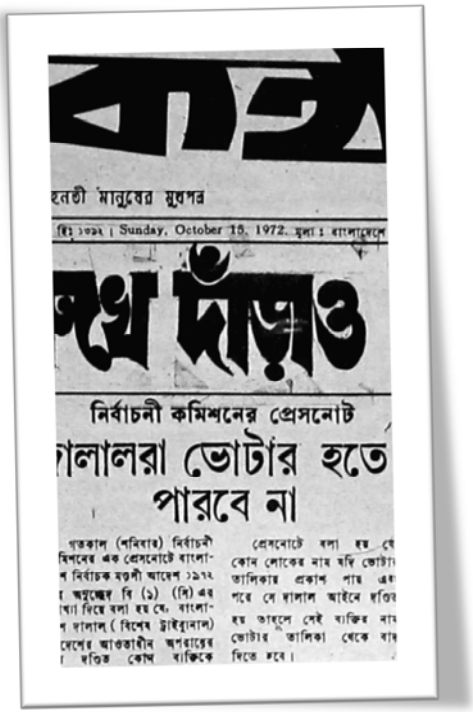

হনতী মানুষের মুখপত্র

Sunday, October 15, 1972.

নির্বাচনী কমিশনের প্রেসনোট

ালালরা ভোটার হতে পারবে না

প্রেসনোটে বলা হয় যে, কোনো লোকের নাম যদি ভোটার তালিকায় প্রকাশ পায় এবং পরে সে দালাল আইনে দণ্ডিত হয় তাহলে সেই ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে।

১৫ অক্টোবর ১৯৭২

রাজনৈতিক সন্ত্রাস, গুপ্তহত্যা ও বেআইনি অস্ত্রের ঢালাও ব্যবহার

নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে কি?

বাংলাদেশ মুক্ত ও স্বাধীন হওয়ার পর দেশবাসী কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি জনগণ একটি স্বাভাবিক জীবনযাপনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর গত দশ মাসে গ্রামে গ্রামে ডাকাতি, বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের নির্মম হত্যা, প্রতিপক্ষকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে দমন, সর্বোপরি শাসকদলের দুর্নীতি, অন্যায় এবং জুলুম সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে বিভিন্ন মহলের অভিযোগে জানা যায়।

গণকণ্ঠ
জনৈতিক সন্ত্রাস,গুপ্তহত্যা ও বে-আইনী অস্ত্রের ঢালাও ব্যবহার
র্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে কি ?
নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হতে হবে
মেহনতী মানুষ নিয়ে তেজারতী বন্ধ করুন
বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় জনগণকে ধাপ পা দেয়া হচ্ছে

পাকিস্তানি আমলে নির্বাচিত এম. এন. এ এবং এম. পি. এ-দেরকে রাতারাতি গণপরিষদ সদস্যরূপে ঘোষণা করে এবং তাদেরই হাতে রিলিফ বিতরণ এবং আর্তমানবের ত্রাণের ব্যবস্থাকে তুলে দিয়ে বহুসংখ্যক এম.সি.এ.-কে সবদিক

থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল বলে জনগণ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

বস্তুত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের মতে আজও গ্রামে গ্রামে এবং শহরের আনাচে-কানাচে অস্ত্র, গোলাবারুদ একটি বিশেষ প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের হাতে রয়েছে এবং সেগুলো উদ্ধারের কোনো সৎ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। ঠিক এই রকম একটি অবস্থাতে সরকার নির্বাচন হবে বলে বারংবার ঘোষণা করে চলেছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলের ধারণা, সরকার নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলেও দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো ব্যবস্থা করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

নির্বাচনের ওয়াদা

সরকার এবং সরকারি দল অস্ত্র এবং গোলাবারুদ উদ্ধার করতে যে ব্যর্থ হয়েছে, তার প্রমাণ বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে বলে অভিজ্ঞ রাজনৈতিক মহলের বক্তৃতা-বিবৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমত 'ডাকসু'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং বর্তমানে বাংলাদেশ বাস্তুহারা সমিতির সভাপতি বিপ্লবী যুবনেতা জনাব আ.স.ম. আবদুর রবের ওপর কয়েক দফা আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক জনাব আ.ফ.ম মাহবুবুল হক, মমতাজ বেগম এবং আরো অসংখ্য ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মীদের ওপর জঘন্য আক্রমণ পরিচালনা করা হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের শেষ দিনে দিনাজপুরের ছাত্রলীগ কর্মী জনাব আব্দুল মালেক সরকার সমর্থক ছাত্র ও গুন্ডাবাহিনীর আক্রমণে শহিদ হলেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, কৃষক-শ্রমিক সংস্থা ও ছাত্র প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে, একটি বিশেষ প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই সঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সরকার প্রদত্ত নির্বাচনের ওয়াদা উপরিউক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আদৌ নিরপেক্ষ হবে কিনা সে বিষয়ে বিভিন্ন মহল সংশয় প্রকাশ করেছেন।

ভাসানী ন্যাপের অভিযোগ

সাম্প্রতিককালে এদেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী এবং যশোরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বামপন্থি নেতা ও কর্মীবৃন্দকে হত্যা করা হয়েছে। গত ২০শে ও ২২শে অক্টোবর ভাসানী ন্যাপের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির সভায় এসব হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি করা হয়।

মোজাফফর ন্যাপের প্রতিরোধ দিবস

রাজনৈতিক সন্ত্রাস, সশস্ত্র গুন্ডামি ও জুলুমের বিরুদ্ধে মোজাফফর ন্যাপ গত ৮ই অক্টোবর 'প্রতিরোধ দিবস' পালন করে। ন্যাপ নেতাদের বক্তব্যে এ কথা প্রকাশিত হয় যে, দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যা ও ঘায়েল করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

নির্বাচন কি অবাধ হবে?

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের মতে, নির্বাচন সংক্রান্ত সরকারি ঘোষণা কতটা বাস্তবায়িত হবে সে বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যদি অস্ত্রের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে দমনের বর্তমান কৌশলকে অব্যাহত রাখা হয়, তাহলে দেশে সাধারণ নির্বাচনের অবাধ ও উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে না বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

সরকারের হাতে প্রচার মাধ্যম

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বেতার ও টিভিসহ সংবাদসংস্থা ও বেশির ভাগ দৈনিক সংবাদপত্র সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। দু'একটি সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্রিকা বিরোধীপক্ষের মতামতকে তুলে ধরার চেষ্টা করলেও পরোক্ষ শাসানি দিয়ে এসব পত্রিকার কণ্ঠ রোধ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে বলে অভিযোগে প্রকাশ। এমনকি যেটুকু আনুকূল্য না পেলে পত্রিকা চালানো অসম্ভব, এসব পত্রিকাকে সেসব আনুকূল্য